মহম্মদ ইশাক (লোডার) শ্রীপুর

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা একটু বলুন?

উত্তর ঃ ইশাক মিঞা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি কাজ করেন?

উত্তর ঃ লোডারের।

প্রশ্ন ঃ এটাই কি আপনার কোয়ার্টার?

উত্তর ঃ না। এটা অন্যের নামে, তবে আমি এখানেই থাকি। ভাড়া দিই।

প্রশ্ন ঃ এখানে কিভাবে এলেন?

উত্তর ঃ ছোটবেলা থেকেই এখানে আছি।

প্রশ্ন ঃ কোলিয়ারিতে কাজ পেলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ আমার বাবা এখানে কাজ করতো। বাবা মারা যাওয়াতে এখানে কাজ পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার এখন বয়স কত?

উত্তর ঃ ৪৫ বছর চলছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতদিন কাজ করছেন?

উত্তর ঃ প্রায় কুড়ি বছর হল।

প্রশ্ন ঃ এখানের কাজের পরিবেশ আর পরিস্থিতি কেমন?

উত্তর ঃ প্রথমে ভাল ছিল। এখন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অবস্থা শুনলে চোখে জল এসে যাবে। আমাদের খুব কষ্টে কাজ করতে হয়। নেতারা কোন কথায় কান দেয় না। যন্ত্রপাতি ঠিকমত নেই। ধুলো কাদাতে কাজ করতে হয়। অনেক হায়রানি আছে।

প্রশ্ন ঃ কতক্ষণ ডিউটি টাইম?

উত্তর ঃ এমনিতে আট ঘন্টা, কিন্তু এর বেশী কাজ করতে হয়। লোড করা, কয়লা বাছা সবই করতে হয়। অনেক দূর অবধি লোড নিয়ে যেতে হয়। ৪-৫ জন মিলে বেশী - এত কাজ করতে হয়। ফলে আট ঘন্টার বেশী কাজ করতে হয়। অনেকবার ম্যানেজমেন্টের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ঝোড়া, বেলচা, কোদাল এসবের যোগন প্রয়োজনের তুলনায় খবুই কম।

প্রশ্ন ঃ এইসব ম্যানেজমেন্টকে জানালে কি বলে তারা?

উত্তর ঃ হবে, হবে বল। হবে কি করে? ম্যানেজমেন্ট তো এসব বিক্রি করে দেয়। আসলে ম্যানেজমেন্টই চোর তো আর কি হবে?

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, কিছুদিন টিভিতে দেখালো, খবরের কাগজেও লিখেছিল যে বর্তমানে ই সি এল ৩০ কোটি টাকা লাভে চলছে এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

উত্তর ঃ হতে পারে। আমি কিছুই জানি না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা অসুস্থ হলে চিকিৎসার কি কি ব্যবস্থা আছে? বা কি সুবিধা পান?

উত্তর ঃ হাসপাতালে (শ্রীপুর কোলিয়ারি) ওষুধ বিষুধ কিছুই থাকে না। সবই বাজার থেকে কিনতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনার মুল্‌ক (দেশ) কোথায়?

উত্তর ঃ ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়া জিলায়।

প্রশ্ন ঃ এখানে এখন কে কে থাকে?

উত্তর ঃ কাকা-জ্যাঠা আর ওদের ছেলেরা আর কিছু আত্মীয়।

প্রশ্ন ঃ বিয়ে সাদী বা উৎসবে দেশে যান? যোগাযোগ আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যাতায়াত তো বরাবর আছেই। চার-ছয় মাস বাদে বাদেই যাই।

প্রশ্ন ঃ এখানে হিন্দুদের উৎসবে আপনারা সামিল হন? ওরা কি আপনাদের ডাকে বা আপনারা কি আপনাদের পরবে, অনুষ্ঠানে ওদের ডাকেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমরা এখানে মিলে মিশে থাকি পূজা ও ঈদে অংশ নিই। এখানে ঝামেলা হয় না। সাম্প্রদায়িক পরিবেশ খুব ভাল। তবে আগেই বললাম না কাজের অবস্থা একদম ভাল না। আমাদের মনে শান্তি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে গেলে ভাল হয়। সত্যি খুব কষ্টে কাজ করতে বাধ্য হই।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়নকে এইসব কথা জানিয়েছেন?

উত্তর ঃ অনেক বার। কোন লাভ হয় নি। নেতারা সব ম্যানেজমেন্টের চামচা।

প্রশ্ন ঃ এখানে শাক্তিশালী ইউনিয়ন কোন পার্টির?

উত্তর ঃ সি পি এম পার্টির।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের রোজ কত টন মাল লোড করতে হয়?

উত্তর ঃ দু'টন করে। ওটাই হাজিরা বলে ধরা হয়।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আউটসোর্সিং কথাটা শুনেছেন? মানে ই সি এল তার খনির কয়লা প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে তোলাচ্ছে বা রেজিং এর কন্ট্রাক্ট ঠিকাদারকে দিয়ে দিচ্ছে এই রকম কিছু শুনেছেন? বিলপাহাড়ির খোট্টাডিতে এই আউটসোর্সিং ই সি এল চালু করেছে। এ ব্যাপারে কিছু জানেন বলুন।

উত্তর ঃ এইসব কথা আমরা শুনিনি। খোট্টাডি, বিলপাহাড়ি কোন দিন যাইও না। সুতরাং আপনি যা বললেন ঐ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমরা নিজেদের কাজে এতই ব্যস্ত আর হায়রানিতে থাকি যে অন্য জায়গায় কি হচ্ছে খোঁজ নিতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কোলিয়ারি আর কতদিন চলবে?

উত্তর ঃ তিন-চার সাল হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ওখানে কয়লা চুরি হয়? কয়লা পাচার করে এমন লোকজন আছে?

উত্তর ঃ ম্যানেজমেন্টই বড় চোর। লোকাল আদমিদের (ডন) দিয়ে ওরাই কয়লা পাচার করায়। এখানে ম্যানেজমেন্টের থেকে আর বড় চোর কেউ নেই। জানবেন, লেবারদের দ্বারা কখনো কোলিয়ারি বরবাদ হয় না, বাজে ম্যানেজমেন্ট দিয়েই হয়।

প্রশ্ন ঃ রান্না করার জন্য মাসে অফিস থেকে কত কয়লা পান?

উত্তর ঃ মাসে ছয় ঝুড়ি। এতে চলে না। কয়লা কিনতে হয়।

প্রশ্ন ঃ ছুটির দিনে কি করেন, কিভাবে কাটান?

উত্তর ঃ কি আর করব? ঘরের কাজেই কাটিয়ে দিই।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনারা যারা খনির ভিতরে কাজ করেন ধূলো-ধুঁয়ায় তাদের নিউমোশেনিওমিস্ বলে একটা অসুখ হয়, বুকের অসুখ। এই নামটা শুনেছেন?

উত্তর ঃ না। তবে আমাদের সবারই প্রায় কাশির অসুখ, শ্বাসের অসুখ আছে।

প্রশ্ন ঃ এইসব অসুখের এখানে কি রকম চিকিৎসা হয়?

উত্তর ঃ কাল্লা হাসপাতালে যেতে হয় ওখানে না হলে কোলকাতায় পিজিতে অথবা ভেলোর চলে যেতে বলে। চিকিৎসার কথা বলবেন না। হাল খুব খারাপ।

প্রশ্ন ঃ আপনারা এখন কতজন লোডার আছেন?

উত্তর ঃ ৬০-৭০ জন হবে।

প্রশ্ন ঃ এদের মধ্যে কতজন কাশির অসুখে ভোগে?

উত্তর ঃ প্রায় ৩০ জনকে দেখেছি।

(এর মধ্যে অন্য লোকজন এসে পড়াতে ইশাক মিঞা বাড়ির ভিতর কাজ আছে বলে চলে যায়। ঐ লোকজনরা ইশাকেরই বন্ধু, ওর কাছেই এসেছিল, সুতারাং ইশাকের সাক্ষাৎকার নেওয়া এখানেই শেষ করতে হয়।)